প্যারিস রোডে জেগে উঠেছে ছাত্রসমুদ্র–বৃষ্টিভেজা মাটিতেই রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

৬ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায়, কোটা সংস্কারের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হল-হোস্টেল পেরিয়ে প্যারিস রোডে ঢল নামায়–শুধু একটি বাক্যের জন্য: 'মেধার গলা টিপে কোটার থাবা নয়!'

সেই জনস্রোত বলেছিল–

'আমরা আপোষের রাজনীতি মানি না, রাজপথই আমাদের পরিচয়।'

চার দফা দাবি শুধু প্রতিবাদ নয়, এ এক নতুন সমাজের নকশা।

এরপর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা, টানা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে।

এটা শুধু আন্দোলন নয়–এটা ঘোষণা:

'শিক্ষা, সাম্য আর ন্যায়বিচারের লড়াই এখন ছাত্রসমাজের হাতে।'

এটাই আগামীর সূচনা, এখান থেকেই বদলে যাবে বাংলাদেশ।

শনিবার, ৬ জুলাই সকাল সাড়ে নয়টা থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে অবস্থান নিতে শুরু করেন বিপ্লবী শিক্ষার্থীরা। পৈতৃক প্রভুদের মতো চাপিয়ে দেওয়া কোটা প্রথার বিরুদ্ধে এই অবস্থান ছিল দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বিস্ফোরণ। সকাল ১১টার দিকে প্যারিস রোড থেকে মিছিল করে তারা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে গিয়ে অবস্থান নেন এবং পরে কাজলা গেট হয়ে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন।

এই ছবিটি তোলা হয় ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী খালি গায়ে, গায়ে লেখা "মেধাবিরা মুক্তি পাক" বার্তাটি নিয়ে উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিচ্ছেন হাইকোর্টের অবৈধ রায়ের বিরুদ্ধে। এই দৃশ্য কেবল প্রতিবাদের নয়, বরং একটি প্রজন্মের হতাশা ও সম্ভাবনার দ্বন্দ্বের প্রকাশ।

পথনাটকের মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা তুলে ধরেন–এই দেশটি আর বৈষম্য সহ্য করবে না, 'আমার সোনার বাংলায়, কোটা প্রথার ঠাঁই নাই' স্লোগানে প্রকম্পিত হয় পুরো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

'ফ্যাসিবাদের দোসর' এবং 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী' চরিত্রগুলো যতই মুখোশ পরে আসুক, শিক্ষার্থী-দের এই দুর্দমনীয় কণ্ঠস্বর, মেধার পক্ষে অবস্থান আর ন্যায়ের লড়াই থেমে থাকবে না।

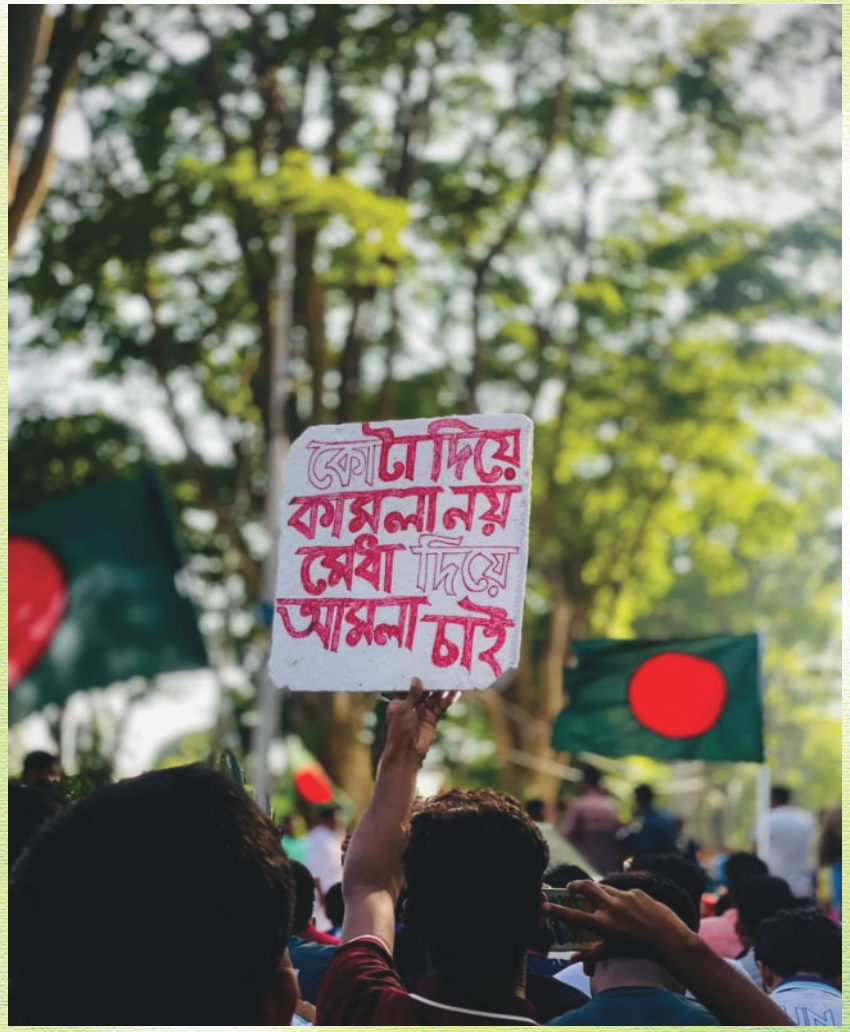

৭ জুলাই, দুপুরের আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে তোলা এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে শত শত শিক্ষার্থীর ভিড়ে এক বিপ্লবী শিক্ষার্থী প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। তার হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল–'কোটা দিয়ে কামলা নয়, মেধা দিয়ে আমলা চাই'। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, যা সরাসরি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরে।

সকাল ১১টায় ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপ্লবী শিক্ষার্থীরা প্যারিস রোডে জড়ো হন। এরপর তারা ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিরুদ্ধে ও আদালতের পক্ষপাতমূলক রায়ের প্রতিবাদে সংগঠিতভাবে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করেন। এ সময় পুরো ক্যাম্পাস স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিবাদ ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিপরীতে ছাত্রদের ন্যায্যতার পক্ষে একটি সুসংগঠিত অবস্থান।

জুলাই বিপ্লবের পথে এবার রেললাইন–রাবি শিক্ষার্থীদের পদধ্বনি থামায় ট্রেনও।

৮ জুলাই, কৃষি অনুষদ ফ্লাইওভারের নিচে রাজশাহী-ঢাকা রেললাইনে বসে পড়ে একঝাঁক প্রতিবাদী মুখ। সময় দুপুর ১২টা।

তাদের কণ্ঠে ছিল একটাই সুর–

'কোটা নয়, চাই মেধার জয়!'

ক্যাম্পাস থেকে ফুঁসে ওঠা সেই মিছিল এক সময় রেললাইনে গিয়ে থামে না–প্রতিবাদের লাইন ধরে এগিয়ে চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

মুষলধারে বৃষ্টি হোক, কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ রাঙানি–তবুও সরেনি তারা।

চার দফা দাবি, এক দফা অভিন্ন লড়াই–

'আমরা বৈষম্য মানি না, সংবিধানের মর্যাদা চাই।'

এই অবরোধ ছিল কেবল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার নয়,

এ ছিল রাষ্ট্রের বিবেক জাগিয়ে তোলার প্রতীকী যুদ্ধ।

আর এই যুদ্ধের প্রতিটি ঢেউ বলে দিচ্ছে–

'বৃষ্টি, বাধা, বুলডোজার কিছুই থামাতে পারবে না এই প্রজন্মকে।'

“যেখানে থেমেছে ট্রেন, সেখানেই তরুণেরা টেনেছে অন্যায়ের শেষ সীমানা”
৮ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:
প্যারিস রোড থেকে কৃষি অনুষদের রেললাইন–এই পথে হাঁটেনি শুধু ছাত্র, হেঁটেছে একটি প্রত্যয়।
জুতা ছিঁড়েছে, গলা ফেটেছে, কাঁধে ছিল শুধু মেধা ও ন্যায়ের বোঝা।
দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটানা অবরোধে তারা রুখে দাঁড়ায় একটি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে–
যেখানে চারটি সুস্পষ্ট দাবি, আর এক দফার বজ্রকণ্ঠে ঘুরে ফিরে এসেছে একটাই বার্তা–
“সংবিধান থাক, কিন্তু সে যেন মুষ্টিমেয়র স্বার্থে না চলে।”
এখানে কেবল রেললাইন থামেনি–
থেমেছে পুরোনো মানসিকতা, ভেঙেছে শ্রেণির দেয়াল।
এই বিক্ষোভ শুধু রাজশাহীর নয়,
এটি সেই প্রজন্মের, যারা বলে– কোটা নয়, চাই গড়ে উঠুক একটি মেধাভিত্তিক রাষ্ট্র।

বাঁশির শব্দ থেমেছে, কিন্তু ছেঁড়া জুতা আর কাদায় ভেজা পায়ের ছাপ বলে দিচ্ছে–এই যুদ্ধ শেষ হয়নি।

৮ জুলাই, দুপুর ১২টা–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের পাশ ঘেঁষা রেললাইনে বসে আছে শত শত শিক্ষার্থী, হাতে প্ল্যাকার্ড, চোখে প্রতিজ্ঞা।

এই রেল লাইন আর শুধু ট্রেনের গতিপথ নয়,
এখানে এখন আটকে আছে একটি অসাম্য-নির্ভর রাষ্ট্রযন্ত্রের গতি।

যেখানে তরুণেরা বলছে–
'রেল চলবে ঠিকই, তবে তার আগে রাষ্ট্র চলুক ন্যায়ের পথে।'

সেদিন কেবল একটি অবরোধ ছিল না–
সেটি ছিল, ভবিষ্যতের চাকরিপ্রার্থী আর অতীতের অন্যায্য নীতির মাঝে দাঁড়িয়ে একটা সোজাসাপ্টা "না" বলা।

চারটি সুনির্দিষ্ট দাবি, এক দফার ঐক্য,
আর হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত একটাই আহ্বান–
'কোটার নামে প্রজন্মকে বিভক্ত করে, মেধাকে অবমূল্যায়ন করা চলবে না।'

এখানে কেউ জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়নি,
তবু বাতাসে ছিল বিদ্রোহ,
রেলপথে ছিল প্রতিবাদের লাল রেখা,
আর তরুণ চোখে ছিল মেঘ জমা আগামীর সূর্য ওঠার পূর্বাভাস।

৮ জুলাই, রাজশাহীর রেলপথে থেমে গিয়েছিল কেবল ট্রেন নয়–থেমে গিয়েছিল বৈষম্যের চাকা।

বাংলা ব্লকেডের ডাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী শিক্ষার্থীরা
কোটা পদ্ধতি সংস্কারের ন্যায্য দাবিতে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল লোহার রেললাইনের ওপর।
বিভিন্ন বিভাগের, ভিন্ন চিন্তাধারার শত শত তরুণ এক কণ্ঠে বলেছিল–
'আমরা আর বঞ্চিত হবো না।'
সেদিন হাতে বই নয়,
সেদিন ছিল হাতে প্রতিবাদের অগ্নিকণ্ঠ,
যে আগুন ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জ্বলতে শিখেছে।
এই অবরোধ শুধু রেল থামায়নি,
তুলে দিয়েছে যুগের জমাট অন্যায়ের মুখোশ।
কারণ ইতিহাস গড়ে তারা–
যারা বৈষম্যের শিকলে নয়, ন্যায়ের রেলপথে হাঁটতে চায়।

৮ জুলাই, রেলপথে বসে লেখা হয় প্রতিরোধের নতুন অধ্যায়।
'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা পদ্ধতি সংস্কার' ব্যানারের নিচে একত্র হয় শত শত বিপ্লবী ছাত্রছাত্রী,
যাদের কণ্ঠে ছিল ন্যায়ের সুর, যাদের চোখে ছিল বৈষম্যহীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন।
নারী-পুরুষ এক কাতারে, এক অঙ্গীকারে–
এই দেশ হবে সবার, সমানভাবে।
যখন শাসকগোষ্ঠী অবহেলা করে চিৎকার,
তখন রেললাইন হয় প্রতিবাদের মঞ্চ।
এই অবস্থান শুধু ট্রেন থামায়নি,
জাগিয়ে তুলেছিল একটি আন্দোলনের মূল চেতনা–
বৈষম্য নয়, সমতা হবে রাষ্ট্রের মুখচ্ছবি।
সেদিন রাজশাহীর রেললাইন নয়,
থেমেছিল অন্যায়ের গতি।

টানা পঞ্চম দিনের জাগরণ–প্যারিস রোড যেন এবার পাঠশালাও, প্রতিরোধও।

৯ জুলাই, বিকেল ৩টা–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে দাঁড়িয়ে আছে তরুণরা, দুজনের হাতে বই, এক জনের হাতে প্ল্যাকার্ড–

'চাকরির বই পড়তেছি, কেউ বিরক্ত করবেন না। কারণ জব পেতে প্রচুর বই পড়তে হবে।'

এই লেখা শুধু ব্যঙ্গ নয়, এ এক নির্মম বাস্তবের প্রতিবাদ–

যেখানে মেধা নয়, বরং জন্মসূত্রই ঠিক করে দিচ্ছে ভবিষ্যৎ।

আর তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা এই ছাত্রসমাজ বলছে–

'রাষ্ট্র যদি কোটা নামক বিষে নিজেকেই ধ্বংস করতে চায়, তবে বহিঃশত্রুর দরকার নেই।'

এখন রাজপথই ক্লাসরুম, প্ল্যাকার্ডই পাঠ্যবই।

যেখানে বই পড়াও এক প্রতিবাদ, আর চুপ থাকা মানে অপরাধ।

এই প্রজন্ম হুমকিতে ভয় পায় না, তারা জানে–

"বই পড়ে যেমন দেশ গড়া যায়, তেমনি রাজপথে দাঁড়িয়েও লেখা যায় ইতিহাস।"

এখানে আরও অনেক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন, যাদের চোখে ছিল একটাই শপথ–

বৈষম্যের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে, গড়ে তুলবো ন্যায়ের নতুন সকাল।"

৯ জুলাই ২০২৪। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এই ছবির নাম–একটি ন্যায্য কণ্ঠের অপরাধ। সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মোস্তফা, যিনি রেললাইন অবরোধে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন কোটার বৈষম্যের বিরুদ্ধে। নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের চোখে এটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ! তাই তাকে ২৩০ নম্বর কক্ষে ধরে এনে মারধর করে ফ্যাসিবাদের দোসররা। এই ছবি শুধু একটা দৃশ্য না–এটা প্রমাণ করে: ভয়ের দিন শেষ, শোষণের দিন গোনা শুরু।

এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে ৯ জুলাই বিকেল ৫টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে, ছাত্রলীগ সভাপতি মোস্তাফিজ রহমান বাবুসহ তার অনুসারীরা তাকে আটক করে বর্বরভাবে নির্যাতন করে। এরপর ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে মোস্তফা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।